কর্ণফুলী ও এক লেখকের পুনর্জন্ম

হিফজুর রহমান

১.

বাংলায় লেখালেখি অনেককাল আগে থেকে। কিন্তু, মাঝখানে চাকুরীর নিয়ম ও যাঁতাকলে পড়ে বাংলায় লেখার পাট চুকে গেল। প্রায় ১২ বছর অস্ট্রেলীয় দূতাবাস ও একটি জার্মান কোম্পানীতে চাকুরী করার সময়ে ইংরেজীতে লিখতে হয়েছে প্রচুর, বিশেষ করে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে। সে লেখার পাঠক ছিলেন আমার প্রথম রিপোর্টিং অথরিটি ডেপুটি হাই কমিশনার, তারপর হাই কমিশনার, অস্ট্রেলিয়ায় পররাষ্ট্র দফতরে আমাদের ডেস্ক অফিসার, তারপর পরিচালক ও সবশেষে পররাষ্ট্র সচিব। সাকুল্যে পাঁচজন। খুব ভাগ্য থাকলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছুতো কোন কোন রিপোর্ট। জার্মান কোম্পানীতে থাকতে আমার প্রশাসনিক রিপোর্ট ও সিচুয়েশন রিপোর্ট পড়তেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান। এই প্রক্রিয়ায় মনে হচ্ছিল ইহজীবনে আর বাংলায় কোন সৃষ্টিশীল লেখা হবেনা। আমার স্ত্রী ও কন্যা একুশের বই মেলায় যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন, আমার আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়না বলে। বন্ধুসম লেখক ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল একবার হুমকি দিল যে, সে কোথাও আমার নামের পাশে "অবসরপ্রাপ্ত লেখক লিখে দেবে"। তাতেও কোন কাজ হচ্ছিলনা। মনে হচ্ছিল বাংলা লেখাই বোধহয় ভুলে গেছি।

২.

বিপত্তি ঘটালো কর্ণফুলীর প্রধান সাম্পানওয়ালা অনুজপ্রতিম ও স্নেহভাজন বনি আমিন। আমার কোন অনুমতির তোয়াক্কা না করেই ঘোষনা দিয়ে বসলো, আমি কর্ণফুলীতে লিখবো বলে। মূলতঃ বনির ঘোষনার মর্যাদা রাখার জন্যেই অনেকদিন পর কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট খুলে বসে লেখার অপপ্রয়াস শুরু করলাম। আতঙ্ক ছিল লেখার নামে কোন বালখিল্যতা না করে ফেলি। বনির নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা এবং কর্ণফুলীরই কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকার উৎসাহে মনে হলো একেবারে অপাংক্তেয় কিছু বোধহয় হচ্ছেনা। এই সাহসেই আবার ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে লেখা দিলাম দুরু দুরু বক্ষে। পরদিনই ওটা ছাপা হয়ে যাওয়ায় মনে আরো শক্তি পেলাম। সুতরাং শুরু হলো লেখা লেখি এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত লেখকের পুনর্জন্মও সম্ভব হলো। এজন্যে বনি আমিনকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাইনা, কারণ ও এমনিতেই আমার চাইতে বেশ কয়েক ইঞ্চি খাটো। চুপি চুপি বলেই ফেলি, আমি মানুষ হিসেবে ছোট হলেও দৈহিক উচ্চতায় পুরো ছয় ফুট। একই কারণে কর্ণফুলির পাঠক-পাঠিকাদেরও ধন্যবাদ দিতে চাইনা। তবে এদের সবার প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলাম।

৩.

অ্যাতো প্যাচাঁল করা যে একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীন নয় সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সবাই। আসলে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন সুছাঁদ কায়দা জানা নেই বলেই অ্যাতো কথা বলতে হলো। কর্ণফুলীর এক বছর হলো, এর সাথে আমার যোগাযোগও হয়ে গেল বেশ কয়েক মাস। প্রথম দিকের নবীশ ভাবটা কেটে গিয়ে কর্ণফুলী এখন যথেষ্ঠই শক্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে শুরু করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অস্ট্রেলিয়াবাসিনী এক পাঠিকা বেশ ক'দিন আগে একটু সংশয়ের সাথেই আমাকে লিখেছিলেন, অন্য সব অন-লাইন ম্যাগাজিন-এর মতো কর্ণফুলী এবং সাথে সাথে আমিওনা উবে (ডিজঅ্যাপিয়ার এর অর্থ বোধহয় এরকমই হবে) যাই। আমার কি হবে জানিনা, তবে কর্ণফুলী যে উবে যাবেনা একথা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই বলতে পারি। কারণ প্রধান সম্পাদক যে পত্রিকায় প্রধান সাম্পানওয়ালা হয়ে যায় সেটা ডোবার কোন কারণ

থাকেনা। যারা সাম্পান চেনেন তারা জানেন সাম্পান সহজে ডোবেনা, আর সাম্পানের মাঝিরা হয় অত্যন্ত সাহসী ও জেদী।

৪.

সময়ের অভাবে সব লেখা সব সময় পড়া হয়ে ওঠেনা। তবে, এর বিষয় বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করে। অধিকাংশ লেখকের লেখাই আমাকে ঋদ্ধ করে, আনন্দিত করে। প্রধান সম্পাদককে প্রধান সাম্পানওয়ালা হিসেবে দেখার পর তারই এক লেখায় ইন্টারনেটকে "আন্তর্জাল" বলে উল্লেখ করায় আমি বিস্মিত হই। অ্যাতো চমৎকার বাংলা আমার মাথায় কোনদিনই আসেনি। যেমন কবি নির্মলেন্দু গুন 'মোবাইল ফোন'কে বাংলায় অনুবাদ করেছেন 'মুঠো ফোন'। দীর্ঘদিন ধরেই প্রবাসী এই পত্রিকার সাথে যুক্ত সবাই যে অ্যাতো ভালো বাংলা জানেন এবং বাংলা লেখেন সেটা এই পত্রিকা না দেখলে বিশ্বাস হতোনা। এরও কারণ আছে। আমি বিভিন্ন দেশে অনেক বাঙালী পরিবারকে, বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়েদের দেখেছি বাংলা ভুলে যেতে বা ভুলে যাবার চেষ্টা করতে। যুক্তরাজ্যের লীডস-এ থাকেন আমার বড় ভাইয়ের একজন বন্ধু, জাফর ভাই। বাংলাদেশের ভোরের কাগজ না পড়লে তখন তার খাদ্য হজম হতোনা। শখ করে ছেলের নাম রেখেছিলেন, কুশল। অবাক হয়ে দেখলাম, কুশল বাংলাই বলতে পারেনা। লীডস ইউনিভার্সিটির ড. হকের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখি তার ছেলের অবস্থাও তথৈবচ। অথচ, হক ভাই ও ভাবি এখনো কথা বলেন খাঁটি বরিশালের ভাষায়।

৫.

এই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য, কর্ণফুলী যেন এমন একটা ভূমিকা রাখতে পারে, যাতে করে জাফর ভাই বা হক সাহেবদের মতো ছেলে মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাঙালীদের না হয়। এক্ষেত্রে কর্ণফুলী এবং এর পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকারা যেন একটা সাহসী ও দৃপ্ত ভূমিকা রাখতে পারে। প্রধান সাম্পানওয়ালার প্রতি অনুরোধ, পত্রিকার বানানের ব্যাপারে যেন আরো একটু সতর্ক হোন। অবশ্য বানান বিভ্রাটের দোষ থেকে আমিও মুক্ত নই। সেদিকেও তাকে নজর দিতে হবে বৈকি!

৬.

একটি প্রার্থনা, কর্ণফুলী যেন বাঙালী সংস্কৃতিকে ধারণ করে দীর্ঘ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। কর্ণফুলী পরিবার এবং এর পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি নিজেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন কর্ণফুলী পরিবারের হয়েই থাকতে পারি সেই কামনাও রইলো। কারণ, এই পরিবারের একজন হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

হিফজুর রহমান, ঢাকা, *১ ডিসেম্বর ২০০৬,* Email # hifzur@dhaka.net